কীর্তন

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী ।
মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি ।
বিবিধ বিলাস রঙ্গ প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাবতরঙ্গ,
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ নবীন নবীন রূপ ধরি ।
(হরি হরি বলে)
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল,
দেশ-কাল, ব্যবধান, ভেদাভেদ ঘুচিল (আশা পুরিল রে, -
আমার সকল সাধ মিটে গেল)
এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া
বল রে মন হরি হরি ।

ভৈরবী-যৎ —

— সুরদাস

প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো ।
সমদরশী হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো ।।
ইক লোহা পূজা মে রাখত, ইক রহত ব্যাধ-ঘর পরো,
পারস কে মন দ্বিধা নহী হৈ, দুহুঁ এক কাঞ্চন করো ।।
ইক নদিয়া ইক নার কহাবত মৈলো নীর ভরো;
জব্ মিলি দোনো এক বরণ ভয়ে সুরসুরি নাম পরো ।
ইক জীব ইক ব্রহ্ম কহাবত সুরদাস ঝগরো,
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ।।

ভৈরবী-একতাল —

— অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধারা পরাৎপরা ।
আমি জানি গো ও দীনদয়াময়ী তুমি দুর্গমেতে দুখহরা ।।
তুমি জলে তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা,
আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকারা ।।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,
অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মনোহরা ।।

কীর্তন-একতাল —

— পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়

হরি-রস-মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে ।
(একবার) লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে ।।
গভীর নিনাদে হরি নামে ছাও রে,
নাচো হরি ব'লে দু বাহু তুলে, হরি নাম বিলাও রে ।
হরি-প্রেমানন্দ-রসে অনুদিন ভাস রে,
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশ রে ।।

কীর্তন-একতাল —

— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন ।
কিবা অনুপম ভাতি, মোহন মুরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন ।।
নব রাগে রঞ্জিত, কোটি শশী বিনিন্দিত,
কিবা বিজলী চমকে, অরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন ।।
হৃদি-কমলাসনে, ভাব তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়-দর্শন ।
চিদানন্দ-রসে ভক্তিযোগাবেশে হও রে চির মগন ।।

আলাইয়া-ঝাঁপতাল —

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা ।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা ।।
যেথা আমি যাইনাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়ন জলে ঢাল গো কিরণধারা ।।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল কিনারা ।।
কখনও বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা ।।